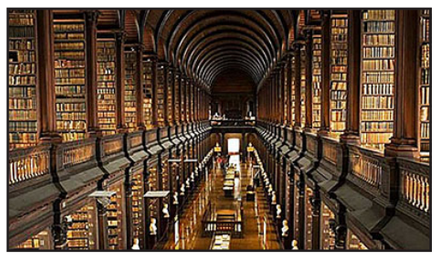

লাইব্রেরি অব কংগ্রেস
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম লাইব্রেরি

পড়াশোনা
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এগারো

ক্যাসিনি
শনি গ্রহে নাসার প্রেরিত মহাকাশযান

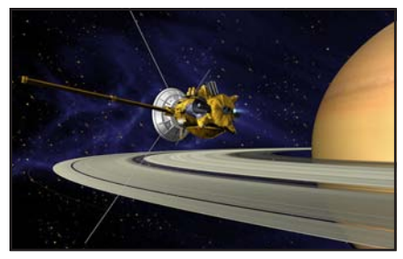

প্রস্তুতি

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করতে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে। কিন্তু অবশ্যই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে উপযুক্ত পরামর্শ মেনে পরিশ্রম করা উচিত। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ করি শিক্ষার্থীরা প্রচুর পরিশ্রম করলেও আশানুরূপ ফল করতে অপারগ হয়। কোন পথে, কীভাবে চেষ্টা করলে শিক্ষার্থীরা লাভবান হতে পারবে প্রভৃতি সম্পর্কে পরামর্শ দিলেন অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ।

সাফল্যের প্রথম ধাপ নিয়মানুবর্তিতা

ডঃ অঙ্গনা রায়
অতিথি অধ্যাপিকা
বায়োটেকনোলজি বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

যেকোনো সাফল্যের প্রথম ধাপই হল নিয়মানুবর্তিতা। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সাফল্যও এর ব্যতিক্রম নয়।তাই প্রাক্-পরীক্ষা প্রস্তুতি পর্বে আমার সকল ছাত্রছাত্রীকে বলব নির্দিষ্ট রুটিন তৈরি করে পড়ো, যাতে সব বিষয় ভালোভাবে রিভিশন করা যায়। বিজ্ঞান বিভাগের জন্য প্রথমত অঙ্ক এবং রসায়ন রোজ দিনের অন্তত ৩০ মিনিট সময় সূত্র এবং রাসায়নিক সূত্র অভ্যাস করা দরকার। যেকোনো বিষয়ে বই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া দরকার। তাহলে দেখবে MCQ এবং ১-২ নম্বরের প্রশ্নোত্তর তৈরি হয়ে যায় প্রতি বিষয়ে প্রতিটি চ্যাপ্টার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। টেস্টপেপার থেকে সব উত্তর লিখে সময়ের সঙ্গে অভ্যাস করলে ভালো হয়। এতে লেখার গতি বাড়ে এবং পড়া রিভিশন দুটোই হয়ে যাবে। বড়ো প্রশ্নের জন্য বড়ো বড়ো উত্তরগুলি একবারে মুখস্থ করার চেষ্টা না করে সংক্ষিপ্ত পয়েন্ট হিসাবে লিখে নিতে হবে এবং প্রতিটি পয়েন্ট মনে রাখতে হবে। সংক্ষিপ্ত পয়েন্ট হিসাবে পড়া তাড়াতাড়ি মনে রাখা সহজ হবে। বড়ো প্রশ্নের উত্তরগুলি পয়েন্ট আকারে লিখলে পরীক্ষার ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। পয়েন্ট আকারে লিখলে উত্তরটি সহজবোধ্যও হবে এবং পরীক্ষার্থীদের লিখতে সুবিধা হবে। এর সঙ্গে সপ্তাহে একদিন টেস্ট পেপার দেখে সময় ধরে লেখার অভ্যাস করলে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে একধাপ এগিয়ে থাকা সম্ভব।

জীববিদ্যার প্রতিটি বৈজ্ঞানিক নাম ভালোভাবে পড়ে এবং লিখে অভ্যাস করা উচিত। এরসঙ্গে চিত্রগুলি খুব কম সময়ে চিহ্নিতকরণ সহ অভ্যাস করা দরকার। চিত্র অযথা সুন্দর করার দরকার নেই। বরং সঠিকভাবে এবং পরিষ্কার করে চিত্র বোঝা গেলেই হবে। জীবনবিজ্ঞানের উত্তরের সঙ্গে চিত্র অঙ্কন না করলে নম্বর কম হয়ে যেতে পারে। তাই জীববিদ্যার চিত্র অঙ্কণ ও চিহ্নিতকরণ অভ্যাস আবশ্যক।

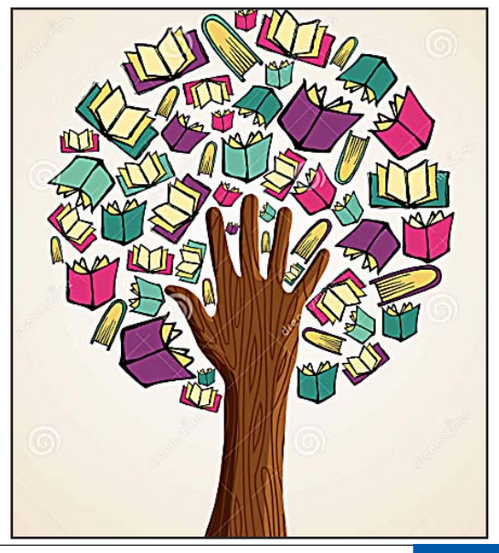

নিজের উপর বিশ্বাস রেখো

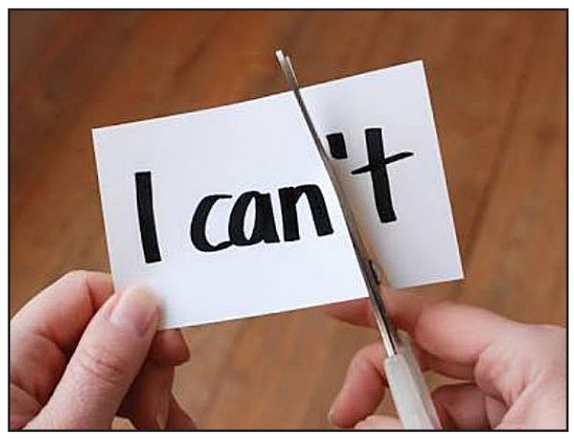

সুপর্ণা দত্ত
শিক্ষিকা
বাগডোগরা বালিকা বিদ্যালয়
দার্জিলিং

মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাগুলি শিক্ষার্থী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার শ্রেষ্ঠ মঞ্চ। তাই প্রয়োজন সময় ধরে টেস্টপেপার সমাধান। পড়া মুখস্থ করে না দেখে লেখার অভ্যাস, রুটিন তৈরি করে সমস্ত বিষয় পড়া করা ছাড়াও আরও কিছু নিয়ম অনুসরণে করলে পরীক্ষায় চূড়ান্ত সাফল্য আসতে বাধ্য।

* **নিজেকে টেনশনমুক্ত রাখো** ঃ- অতিরিক্ত টেনশনে জানা প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে লেখা যায় না তাই, নিজেকে টেনশনমুক্ত রাখো।

* **নিজের উপর বিশ্বাস রাখো** ঃ- 'আমি পারব'- এই জানাটা আঁকড়ে ধরলেই তুমি তোমার সাফল্যের প্রথম ধাপ পেয়ে যাবে। মনে রেখো, প্রস্তুতি সফল হলে পরীক্ষাও সফল হবে।

* **খাতার সুন্দরভাবে উপস্থাপনা** ঃ- 'প্রথমে দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারী',তাই খাতায় সুন্দরভাবে গুছিয়ে পরিচ্ছন্ন করে উত্তর লেখো।

* **সময়ের সঠিক বণ্টন** ঃ- টেস্টপেপার সমাধান করার সময় আগে থেকেই MCQ বা এক নম্বর, দুই নম্বর বা বড়ো প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রেখো। পরীক্ষাকেন্দ্রে অযথা সময় নষ্ট হবে না।

* **প্রশ্ন সঠিক নির্বাচন করো** ঃ- অপেক্ষাকৃত সহজ ও জানা প্রশ্নগুলি আগে এবং পরে তুলনামূলক কঠিন প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো।

* **লেখা অযথা বড়ো করবে না** ঃ প্রশ্নের মান অনুযায়ী উত্তর লিখবে। অযথা উত্তর বড়ো করবে না।

* **লেখার শেষে রিভিশন দেবে** ঃ- প্রশ্নগুলির ক্রমিক নম্বর ও উত্তরপত্র মিলিয়ে নাও, কোনো প্রশ্ন বাদ গেলে তা লেখো, ভুল হলে কেটে নতুন করে লেখো।

সকলের সাফল্য কামনা করি। শুভেচ্ছা রইল।

'গ্রুপ ডিসকাশন' করো

বিশ্বদীপ নাগ
শিক্ষক
বিধাননগর হাইস্কুল
মেটেলি, জলপাইগুড়ি

● প্রথমেই আমাদের পড়াশোনার জন্য বাড়ির শান্ত জায়গাটি বেছে নিতে হবে।

● 'Time -table' তৈরি করে এবং লক্ষ্য স্থির করে নিলে খুব ভালো হয়।

● যেহেতু এখন সংক্ষিপ্ত ধরনের প্রশ্ন বেশি তাই Thoroughly পাঠ্য বই পড়লে খুব সাহায্য পাওয়া যাবে। পাশাপাশি রচনাধর্মী প্রশ্নের Point গুলো ভালো করে পড়তে হবে এবং প্রয়োজনে খাতায় লিখে লিখে পড়ার অভ্যাস করতে হবে।

● 'Test paper' এবং বিগত পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালো করে পড়ে নিতে হবে।

● গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি 'High Lighter' দিয়ে Highlight করে পড়লে সুবিধা হবে।

● প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্যে নাও এবং সপ্তাহের কোনো একদিন সহপাঠীদের সঙ্গে বিভিন্ন অধ্যায়ে তোমাদের দুর্বল জায়গাগুলি নিয়ে 'গ্রুপ ডিসকাশন' করো।

● বানান ভুল যেন না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রয়োজনে বারবার সময় ধরে লেখার অভ্যাস করতে হবে।

● সঠিক বিশ্রাম, উপযুক্ত ঘুম, অল্প ব্যায়াম, Positive চিন্তা করা এবং মন থেকে ভয় দূর করা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি কিছুদিনের জন্য মোবাইলটি বাবা-মার কাছে রেখে দাও।

পয়েন্টগুলো চটপট লিখে ফেলো খাতায়

ডঃ রম্যাণি গোস্বামী
সহকারী অধ্যাপিকা
বিভাগীয় প্রধান,
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ,
সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি

পড়া রিভাইস করা মানে কিন্তু একেবারেই এটা নয় যে রিভিশনের সময় আগাগোড়া তোমাকে পুরো বইয়ের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার প্রতিটি লাইন পড়তে হবে। খুব সহজ উপায়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই অনেক ভালোভাবে তুমি বিষয়টিকে আয়ত্তে আনতে পারো। কীভাবে ?

প্রথমেই বলি সায়েন্সের সাবজেক্টের কথা। খাতায় অ্যারো মার্ক দিয়ে সমাধানের শুধু স্টেপসগুলো লিখে যাও। নোট করে নাও দরকারি ফর্মুলা। লেখার সময় খেয়াল করো যে মনে করে সবটা লিখতে পারছ কিনা। যদি না পারো বুঝে বুঝে পড়ে নাও এই মুহূর্তেই। আর্টস সাবজেক্টের বেলায় বড়ো একটা উত্তরকে কয়েকটি পয়েন্ট হিসেবে ভাগ করো। পয়েন্টগুলোতে নাম্বার দাও আর ক্রমানুসারে লিখে ফেলো। প্রতিটি পয়েন্টের নীচে অতি সংক্ষেপে তার ভিতরের বিষয়বস্তু এক দুই লাইনে লিখে নাও। মনে না পড়লে সেটা বই উলটিয়ে দেখে নাও একবার। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা জেনে রেখো- রিভিশনের এই পুরো প্রক্রিয়াটিই কিন্তু তোমাকে লিখে লিখে করতে হবে। শুধুমাত্র মুখে আউড়ে গেলে চলবে না। একটা সহজ কথা হল এই যে, বিষয়টা তো তোমার জানাই রয়েছে। সুতরাং পরীক্ষার সময় এই পয়েন্টগুলো ঠিকঠাক মনে করতে পারলেই পুরো উত্তর তুমি অনায়াসে লিখে ফেলতে পারবে। রিভাইস করার সময় পয়েন্টগুলো খাতায় যখন লিখছ তখন রঙিন কালি ব্যবহার করতে পারো। এতে পয়েন্টগুলো মনে রাখতে সুবিধা হবে। এভাবে চেষ্টা করে দেখো। আশা করি তোমরা উপকৃত হবে।

দশম শ্রেণি ■ জীবনবিজ্ঞান

জনন

পিরাজ কিরণ, শিক্ষক
তপসিখাতা হাইস্কুল (উঃ মাঃ)
আলিপুরদুয়ার

'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে !' এই উক্তির ব্যতিক্রম জীবজগতে নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবের এক স্বাভাবিক প্রবণতা হল, পরিপূর্ণ বৃদ্ধি লাভের পর নিজ অপত্য সৃষ্টির মাধ্যমে অস্তিত্ব বজায় রাখা। যে জৈবিক পদ্ধতিতে জীব নিজ সত্ত্বা ও আকৃতিবিশিষ্ট অপত্য জীব সৃষ্টি করে এবং সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা পৃথিবীতে প্রজাতির ধারাবাহিকতা ও অস্তিত্ব বজায় রাখে, তাকে জনন বলে।

জীবদের জনন প্রধানত চার প্রকারের হয়। যথা-

ক) অঙ্গজ বংশবিস্তার খ) অযৌন জনন গ) যৌন জনন ঘ) অপুংজনি।

আজ আমরা দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত জনন ও সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন উপ-ভাব মূলের ওপর কিছু প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করব।

১) স্পোরুলেশন কাকে বলে ?

উঃ- প্রতিকূল পরিবেশে অ্যামিবার ক্ষণপদ বিনষ্ট হয় ও সিস্ট প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ হয়। সিস্টের মধ্যে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের বহু বিভাজন দ্বারা অসংখ্য ক্ষুদ্র স্পোর তৈরি হয়। এই প্রকার বহু বিভাজনকে স্পোরুলেশন বলে।

২। মরফাল্যাক্সিস কী ?

উঃ- যে অযৌন জনন পদ্ধতিতে জনিতৃ জীবের সামান্য দেহাংশ সম্পূর্ণ নতুন জীব সৃষ্টি করে, তাকে পুনরুৎপাদন বা Regeneration বলে। এই প্রকার অযৌন জনন পদ্ধতিকে মরফাল্যাক্সিস বলে।

৩) সোরাস কী ?

উঃ- ফার্মের রেণুধর দেহের রেণুস্থলীতে রেণু সৃষ্টি হয়। ফার্ণের রেণুস্থলী রেণুপত্রের নিম্নতলে শিরার কক্ষে উৎপন্ন হয়। এই রূপ রেণুস্থলীগুচ্ছকে সোরাস বলে।

৪) অপুংজনি বলতে কী বোঝো ? উদাহরণ দাও।

উঃ- নিষেক ছাড়াই অর্থাৎ অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ ও অপত্য জীব সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অপুংজনি বলে।

উদাহরণ ঃ মৌমাছি (পুরুষ মৌমাছি সৃষ্টিতে), অ্যাফিড ইত্যাদি প্রাণী এবং স্পাইরোগাইরা, মিউকর ইত্যাদি উদ্ভিদে পরিলক্ষিত হয়।

৫) সিয়ন ও স্টক কী ?

উঃ- কৃত্রিম অঙ্গজ জনন, জোড় কলমের ক্ষেত্রে উন্নত বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদের শাখা বা মুকুল, যা নির্বাচন করা হয়, সেই উদ্ভিদ অংশটিকে সিয়ন বলে এবং অনুন্নত প্রকৃতির মূল সহ কিছুটা কাণ্ড (10-30 cm লম্বা) বিশিষ্ট যে চারাগাছের সঙ্গে সিয়ন যুক্ত করা হয় তাকে স্টক বলে।

উদাহরণ ঃ আম, পেয়ারা প্রভৃতি উদ্ভিদে এই প্রকার কলম সৃষ্টি করা হয়।

৬) জনুক্রমের সংজ্ঞা লেখ। উদাহরণ সহ জনুক্রমের ব্যাখ্যা দাও।

উঃ- জীবের জীবনচক্রে ডিপ্লয়েড (2n) ও হ্যাপ্লয়েড (n) জনুর পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে জনুক্রম বলে। উদাহরণঃ

ফার্ণের (Dryopteris SP) রেণুধর উদ্ভিদ ডিপ্লয়েড (2n) ও স্বভোজী। রেণুধর উদ্ভিদের রেণুস্থলীতে রেণুমাতৃকোশ (2n) সৃষ্টি হয়। রেণু মাতৃকোশ থেকে মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে রেণু (n) উৎপন্ন হয়। রেণুস্থলী বিদীর্ণ হলে রেণুস্থলী থেকে রেণু (n) নির্গত হয়।

রেণুস্থলী থেকে নির্গত রেণু অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে প্রোথ্যালাস নামক লিঙ্গধর দশার উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

প্রোথ্যালাসে পুংধানী (Antheridium) ও স্ত্রীধানী (Archegonium) তৈরি হয়।

পুংধানী ও স্ত্রীধানী থেকে নির্গত জননকোশের মিলন ঘটে, ফলে জাইগোট (2n) তৈরি হয়। এই জাইগোট (2n) বিভাজিত হয়ে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় রেণুধর উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।

দশম শ্রেণি ■ ভূগোল

মৃত্তিকার ক্ষয় প্রতিরোধ

অনসূয়া সরকার (শিক্ষিকা)
দেওয়ানগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়
হলদিবাড়ি, কোচবিহার

মৃত্তিকা প্রকৃতির অমূল্য দান। এই মৃত্তিকাকে ঘিরেই জীবকুলের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পন্ন হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মৃত্তিকার ক্ষয়ের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষির প্রয়োজনে, খনিজ সম্পদ আহরণে, শিল্প নির্মাণে, রাস্তাঘাট ও গৃহ নির্মাণে মৃত্তিকার অবশ্যম্ভাবী ক্ষয় রোধ করা না গেলেও তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে মৃত্তিকা ক্ষয় আয়ত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায়।

মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপগুলি হল -

১) যে সকল স্থানে প্রয়োজনে বৃক্ষচ্ছেদন করা হয় সেই সকল স্থানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বল্প সময়ে বৃদ্ধি পায় এমন বৃক্ষ (ইউক্যালিপটাস, আকাশ মণি, সুবাবুল) রোপণ করতে হবে।

২) ঢাল বরাবর প্রবহমান জলের গতি রোধ করে মৃত্তিকা ক্ষয়-নিবারণের জন্য সমোন্নতি রেখা বরাবর শস্য চাষ করতে হবে।

৩) উন্মুক্ত পাহাড়ের ঢালে ধাপ কেটে মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা যায়।

৪) একই জমিতে বছরের পর বছর একই ফসল চাষ না করে পর্যায়ক্রমে দানা জাতীয় শস্য, ডাল জাতীয় শস্য, মূল জাতীয় শস্য চাষ করলে মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ করা যায়।

৫) কৃষিজমিতে পর্যায়ক্রমে আল ও নালির সৃষ্টি করলে প্রবহমান জলের গতি রোধ করে মৃত্তিকার ক্ষয় কমানো যায়।

৬) বিভিন্ন শস্যের পরিত্যক্ত অংশ, খড়কুটো, শস্যের শিকড় ইত্যাদি জমিতে ছড়িয়ে আচ্ছাদন সৃষ্টি করলে নিম্নস্থ মৃত্তিকা ক্ষয়ের থেকে রক্ষা পায়।

৭) নদীর পাড়ে ক্ষয় রোধকারী ঘাস বা উদ্ভিদ রোপণ করলে মৃত্তিকা ক্ষয় হ্রাস পায়।

দ্বাদশ শ্রেণি ■ রাষ্ট্রবিজ্ঞান

স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসন ব্যবস্থা

সোমা দাস, শিক্ষিকা
কবি সুকান্ত হাইস্কুল (উঃমাঃ)
পাতি কলোনি, শিলিগুড়ি

প্রশ্নমান ঃ ১

১) পশ্চিমবঙ্গে পুরসভার নির্বাচিত প্রধানের পদের নাম লেখো।
উঃ- চেয়ারম্যান

২) পশ্চিমবঙ্গে ন্যায় পঞ্চায়েত আছে কি?
উঃ- নেই।

৩) একই ব্যক্তি একই সময়ে পঞ্চায়েতের একাধিক স্তরের সদস্য হতে পারেন কি ?
উঃ- পারেন না।

৪) কলকাতার মেয়র কত বছরের জন্য নির্বাচিত হন ?
উঃ- ৫ বছরের জন্য।

৫) জেলাপরিষদের কত শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আছে ?
উঃ- ৫০ শতাংশ আসন।

৬) বরো কীভাবে গঠিত হয় ?
উঃ- ৯-১০টি ওয়ার্ড নিয়ে।

৭) কলকাতা কর্পোরেশন যদি রাজ্য সরকার হয়, তবে মেয়রকে কি বলা যায়?
উঃ- মুখ্যমন্ত্রী।

৮) স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত কয় প্রকার ?
উঃ- দুই প্রকার-গ্রামীণ ও পুর।

৯) পঞ্চায়েত সভায় কতজনের উপস্থিতিতে কোরাম হয় ?
উঃ- এক চতুর্থাংশের উপস্থিতিতে।

১০) তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য কত শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে ?
উঃ- এক তৃতীয়াংশ আসন।

১১) গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাস কোথায় পাওয়া যায় ?
উঃ- কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে।

১২) পুরসভায় কত আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ?
উঃ- এক তৃতীয়াংশ আসন।

১৩) পুর কমিশনার কীভাবে নিযুক্ত হন ?
উঃ- পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন।

১৪) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোট পুরসভার সংখ্যা কত ? উঃ- ১২৮টি।

১৫) কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান প্রশাসনিক সংস্থার নাম কী ?
উঃ- স-পরিষদ মেয়র।

১৬) পশ্চিমবঙ্গে জেলার সংখ্যা কত ?
উঃ- ২৩টি।

১৭) পশ্চিমবঙ্গে মোট পুর কর্পোরেশনের সংখ্যা কত ?
উঃ- ৬টি।

১৮) মন্ত্রীরা কি পঞ্চায়েত সমিতির অথবা জেলাপরিষদের পদাধিকারী হতে পারেন ?
উঃ- পারেন না।

১৯) কোন আইন বলে, 'গ্রাম পঞ্চায়েত জনসভা' কথাগুলোর পরিবর্তে 'গ্রাম সংসদের সভা' ব্যবহার করা হয়েছে ?
উঃ- ১৯৯৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত সংশোধন আইন অনুযায়ী।

২০) জেলাপরিষদের নির্বাচিত সর্বোচ্চ পদাধিকারীকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
উঃ- সভাধিপতি।

২১) জেলাপরিষদের প্রধান কর্মকর্তা কে?
উঃ- সভাধিপতি।

২২) গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় সভাপতিত্ব করে কে?
উঃ- গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান।

২৩) পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সর্বপ্রথম কার্যকরী হয় কবে ?
উঃ- ১৯৭৮ সালে।

২৪) ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্তর কোনটি ?
উঃ- পঞ্চায়েত সমিতি।

২৫) পঞ্চায়েত রাজ্য ধারণাটি কোন মনীষীর মস্তিষ্কপ্রসূত ?
উঃ- মহাত্মা গান্ধির।

২৬) শহরে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানটি কী নামে পরিচিত ?
উঃ- পুরসভা নামে।

২৭) আমাদের রাজ্যে কয়টি ব্লক আছে?
উঃ- ৩৪১টি।

২৮) পুরসভার নির্বাচিত সদস্যদের কী বলা হয় ?
উঃ- কাউন্সিলার।

২৯) ন্যায় পঞ্চায়েত কোন ধরনের মামলার বিচার করতে পারে ?
উঃ- দেওয়ানি ও ফৌজদারি।

৩০) পুরসভা সংক্রান্ত ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন বিলটি কত সালে লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হয় এবং কার্যকর হয় কোন তারিখে ?
উঃ- ১৯৯২ সালে গৃহীত হয় এবং কার্যকর হয় ১৯৯৩ সালের ১ লা জুন।

ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের পাঠ্য বিষয়ে অসুবিধা বা প্রস্তুতিজনিত যে কোনো সমস্যার সম্পর্কে জানাতে পারো। সঙ্গে তোমাদের নাম, শ্রেণি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জেলার নাম লিখবে। E-mail : porasona.ubs@hotmail.com